রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৫, ২০১৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩৩—৩৫১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৮৯—৮১৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৫—১৪৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৫—৬২৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ৩০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৩.৭৫৯.১৪.৭০.০০.০৮২.২০১৭-৭০৯০—মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার আশ্রাব্দী, রঘুরচর, চরবেতাকী মৌজায় আবুল খায়ের ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির জন্য জনাব মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আবুল খায়ের গ্রুপ, ইমপুরি ফিনান্সিয়াল সেন্টার, লেভেল-১৩, প্লট-৬, রোড-৯৩, নর্থ এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ নিজস্ব মালিকানা দাবি করে তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাঁর দাবীকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৪৮.৯৫৭৮ (আটচল্লিশ দশমিক নয় পাঁচ সাত আট) একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত স্থানে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্দরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে (২১)(একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আবদুল মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, লেভেল-১২, দক্ষিণ ও পূর্ব টাওয়ার ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত মাস্টারপ্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তফসিল-১

জেলা: মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা: গজারিয়া, মৌজার নাম: আশ্রাব্দী, জে.এল.নং- ২

আর.এস.খতিয়ান নং- ২৭, ৪৪, ৬১, ৬৮, ৭০, ৭১, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০০, ১১১।

নামজারী খতিয়ান নং- ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৯১, ১৯৯।

আর.এস.দাগ নং- ৪০(আং), ৪১, ৪২, ৪৩(আং), ৪৪(আং), ৪৬(আং), ৪৭(আং), ৪৮, ৪৯(আং), ৫০(আং), ৫১(আং)।

মোট জমির পরিমাণ: ৯.৪৭৮২ একর।

দলিল নং- ৬০৬১/১০, ৬০৬২/১০, ৫৩৯/১১, ৬৩৮/১১, ৮১৮/১১, ৪৬২৬/১১, ৪৬৩৫/১১, ৪৬৪৪/১১, ৩১০৯/১৩, ৩৫৫৯/১৩, ৩৫৬০/১৩, ৪১৪৮/১৩, ৪৪১৯/১৩, ৫২১৫/১৩, ৫৯২৮/১৩, ৬১৩৪/১৩, ৬১৩৫/১৩।
চৌহদ্দীঃ- উত্তরে- হোসেন্দী মৌজা, দক্ষিণে- গোয়ালগাঁও মৌজা, পূর্বে-হোসেন্দী মৌজা, পশ্চিমে- চরবেতাকী মৌজা।

তফসিল-২

জেলা: মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা: গজারিয়া, মৌজার নাম: রঘুরচড়, জে.এল.নং-৩।

আর.এস.খতিয়ান নং- ১ বন্দোবস্ত মূলে।

নামজারী খতিয়ান নং- ৫১, ৫৩, ৫৬।

আর.এস. চর্চা দাগ নং- ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯ (আং), ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩।

মোট জমির পরিমাণ: ৫.৮২০০ একর।

দলিল নং- ৪৬২৫/১৩, ৪৯০৩/১৩, ৫১৭০/১৩, ৬০০৪/১৩, ৪১৫২/১৪, ৪৫৫৬/১৪, ৬৩৯৭/১৪।

চৌহদ্দীঃ- উত্তরে- চর্চাদাগ নং-২৪১, ২৪০, দক্ষিণে- আশ্রাব্দী মৌজা, পূর্বে-হোসেন্দী ও আশ্রাব্দী মৌজা, পশ্চিমে- বেঙ্গল এনার্জি লিঃ এর জমি।

তফসিল-৩

জেলা: মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা: গজারিয়া, মৌজার নাম: চরবেতাকী, জে.এল.নং- ১।

আর.এস.খতিয়ান নং- ৩২, ৩৪, ৩৬, ৬৮, ৭৪, ১৪২, ১৮৭, ২০৪, ২৪২, ২৪৩, ৩১৩, ৩১৯, ৩৬৩, ৪০২, ৪০৯, ৪১৩, ৫৩৬, ৫৫০, ৫৫৮, ৫৬৭, ৬১৪, ৬২২, ৬২৪, ৬২৫, ৬৪৬, ৬৭৭, ৬৭৯, ৬৮৮, ৬৯২, ৭০২, ৭০৩, ৭৩৮, ৭৬৭, ৮৪১, ৮৬৪, ৯০৭, ৯১৮, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৮০, ৯৮১, ১০৩২, ১০৬০, ১০৭১, ১০৯৭, ১১৩২, ১১৫১, ১২০১, ১২৭৯, ১৩৫৪, ১৩৬৩, ১৩৭৯, ১৩৯২, ১৪৪৮, ১৪৬৭, ১৫০৩, ১৫৩৩, ১৫৫০, ১৫৯২, ১৬০৫।

নামজারী খতিয়ান নং- ২৬৭৪, ২৬৮২, ২৬৮৩, ২৬৯৯, ২৮৬২।

আর.এস. দাগ নং- ৭৪৪৪, ৭৪৪৫, ৭৪৪৬, ৭৪৪৭, ৭৪৪৮, ৭৪৪৯, ৭৪৫০ (আং), ৭৪৫১, ৭৪৫২, ৭৪৫৩, ৭৪৫৪, ৭৪৫৫, ৭৪৫৬, ৭৪৫৭, ৭৪৫৮, ৭৪৫৯, ৭৪৬০, ৭৪৬১, ৭৪৬২, ৭৪৬৩, ৭৪৬৪, ৭৪৬৫, ৭৪৬৬, ৭৪৬৭, ৭৪৬৮, ৭৪৬৯, ৭৪৭০, ৭৪৭১, ৭৪৭২, ৭৪৭৩(আং), ৭৪৭৪, ৭৪৭৫, ৭৪৭৬, ৭৪৭৭, ৭৪৭৮, ৭৪৭৯, ৭৪৮০, ৭৫১৭, ৭৫১৮, ৭৫১৯, ৭৫২০, ৭৫২১, ৭৫২২, ৭৫২৩, ৭৫২৪, ৭৫২৫, ৭৫২৬(আং), ৭৫২৭, ৭৫২৮, ৭৫২৯, ৭৫৩০(আং), ৭৫৩১, ৭৫৩২, ৭৫৩৬(আং), ৭৫৩৭(আং), ৭৫৩৯, ৭৫৪০, ৭৫৪১, ৭৫৪২, ৭৫৪৪, ৭৫৪৫, ৭৫৪৬, ৭৫৪৭, ৭৫৪৮, ৭৫৪৯, ৭৫৫০, ৭৫৫১, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪, ৭৫৫৫, ৭৫৫৬, ৭৫৫৭, ৭৫৫৮, ৭৫৫৯, ৭৫৬০, ৭৫৬১, ৭৫৬২, ৭৫৬৩, ৭৫৬৪, ৭৫৬৫, ৭৫৬৬, ৭৫৬৭, ৭৫৬৮, ৭৫৬৯, ৭৫৭০, ৭৫৭১, ৭৫৭২, ৭৫৭৩, ৭৫৭৪, ৭৫৭৫, ৭৫৭৬, ৭৫৭৭, ৭৫৭৮, ৭৫৭৯, ৭৫৮০, ৭৫৮১, ৭৫৮২, ৭৫৮৩, ৭৫৮৪, ৭৫৮৫, ৭৫৮৬, ৭৯৭০, ৭৯৭১(আং), ৭৯৭২(আং), ৭৯৭৩, ৭৯৭৪, ৭৯৭৫, ৭৯৭৬, ৭৯৭৭, ৭৯৭৯, ৭৯৮০, ৭৯৮১, ৭৯৮২, ৭৯৮৩, ৭৯৮৭(আং), ৭৯৮৮, ৭৯৮৯, ৭৯৯০, ৭৯৯১, ৭৯৯২, ৭৯৯৩, ৭৯৯৪, ৭৯৯৫, ৭৯৯৬, ৭৯৯৭, ৭৯৯৮, ৭৯৯৯, ৮০০০।

মোট জমির পরিমাণ: ৩৩.৬৫৯৬ একর।

দলিল নং- ২৪০৪/১০, ২৪০৫/১০, ২৪০৬/১০, ২৪০৭/১০, ২৪০৮/১০, ২৪০৯/১০, ২৪১০/১০, ২৪৬০/১০, ২৪৬১/১০, ২৪৬২/১০, ২৪৬৩/১০, ২৪৬৪/১০, ২৪৬৫/১০, ২৭০১/১০, ২৭০২/১০, ২৭০৩/১০, ২৭০৪/১০, ২৭০৫/১০, ২৭১৩/১০, ২৭১৪/১০, ২৭২৩/১০, ২৭২৪/১০, ২৭৫৮/১০, ২৭৬০/১০, ২৮৯৫/১০, ২৯৭৯/১০, ২৯৮০/১০, ২৯৮১/১০, ২৯৮২/১০, ২৯৮৩/১০, ২৯৮৪/১০, ২৯৮৫/১০, ৩০০২/১০, ৩০৮০/১০, ৩১০৮/১০, ৩১০৯/১০, ৩১১০/১০, ৩১১১/১০, ৩২০৫/১০, ৩২১২/১০, ৩২৪৬/১০, ৩৬৬৫/১০, ৩৬৭৪/১০, ৩৬৭৫/১০, ৩৬৭৬/১০, ৩৬৭৭/১০, ৩৬৮০/১০, ৩৬৮১/১০, ৩৬৮২/১০, ৩৭২০/১০, ৪২৯৯/১০, ৪৩০৮/১০, ৪৩১২/১০, ৪৩৩১/১০, ৪৩৪৫/১০, ৪৩৪৯/১০, ৪৩৫১/১০, ৪৫৩৯/১০, ৪৫৪০/১০, ৪৫৪৮/১০, ৪৫৫৩/১০, ৪৬৭২/১০, ৪৬৭৩/১০, ৪৬৭৫/১০, ৪৬৭৬/১০, ৪৬৭৭/১০, ৪৮২২/১০, ৫৫৩০/১০, ৫৬১৫/১০, ৫৬৪১/১০, ৫৭৪/১১, ৫৭৫/১১, ৫৭৬/১১, ৭১৬/১১।

চৌহদ্দীঃ- উত্তরে- মেঘনা নদী, দক্ষিণে- মেঘনা নদী, পূর্বে- আশ্রাব্দী মৌজা, পশ্চিমে- মেঘনা নদী ।

মোঃ শোয়েব

সচিব

অতিরিক্ত দায়িত্ব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/০৪ জুন ২০১৮

নং ২২৩/২০১৮/শুল্ক/২৭৬ ।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/আখাউড়া/২০১৫, তাং ০১-০৭-২০১৫) অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো।

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৬৬,৯৪০.০০
০২	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্ (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৬২,০০০.০০
০৩	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৩৩,০০০.০০
০৪	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৩৮,০০০.০০
	সর্বমোট=	১,৯৯,৯৪০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ শাহ আলম
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/০৬ জুন ২০১৮

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৬.১৭-১৩৯—যেহেতু, জনাব আসিফ ইকবাল মোহাম্মদ ফয়সাল (৬০১৯৫৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) [প্রাক্তন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ চঃদাঃ) কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প (প্রেষণে)] (সাময়িক বরখাস্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত (সিভিল) পদ, ঢাকা পারিবারিক প্রয়োজন উল্লেখ করে বিগত ১২-০৩-২০১৭ হতে ০৭-০৯-২০১৭ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ০৬(ছয়) মাসের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরীর জন্য প্রকল্প পরিচালক, কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, ঢাকা বরাবর গত ০৭-০৩-২০১৭ তারিখে আবেদন করে উক্ত আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পূর্বেই অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন ;

যেহেতু, বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে তিনি বিগত ১২-০৩-২০১৭ তারিখ বা কাছাকাছি সময়ে গোপনে দেশত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান করছেন ;

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে নির্বাহী প্রকৌশলীর যে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা অত্র বিভাগ কর্তৃক গত ০৪-০৪-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৫৪.১৪-২৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে বাতিল করা হয় এবং গত ০৫-০৪-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৫৪.১৪-২৫২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় ;

যেহেতু, উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১৭ রুজু করা হয় ;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না মর্মে বিগত ৩১-০৫-২০১৭ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তার সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করতঃ তা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি ;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৬-১২-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'ডিজারশন' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্য জবাব প্রদানের জন্য গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার দাপ্তরিক, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় ;

যেহেতু, তার নিকট হতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবও পাওয়া যায়নি। ততপ্রেক্ষিতে তাকে চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জনাব আসিফ ইকবাল মোহাম্মদ ফয়সাল (৬০১৯৫৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) [প্রাক্তন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ চঃদাঃ) কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প (প্রেষণে)] (সাময়িক বরখাস্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে ;

যেহেতু জনাব আসিফ ইকবাল মোহাম্মদ ফয়সাল (৬০১৯৫৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী(সিভিল) [প্রাক্তন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ চঃদাঃ) কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প (প্রেষণে)] (সাময়িক বরখাস্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ঘ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি)} মোতাবেক "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন ;

সেহেতু এক্ষণে জনাব আসিফ ইকবাল মোহাম্মদ ফয়সাল (৬০১৯৫৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) [প্রাক্তন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ চঃদাঃ) কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প (প্রেষণে)] (সাময়িক বরখাস্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ঘ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি)} মোতাবেক গত ১২-০৩-২০১৭ তারিখ থেকে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৪.১৭-১৪০—যেহেতু, মোছাঃ শামীম আরা পারভীন (৬০২১৭৪) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(সিভিল) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী {(চলতি দায়িত্ব) সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট}] এর অনুকূলে এ বিভাগের ২৫-০৪-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৭৩.০৮-৩০৭ সংখ্যক স্মারকে অসুস্থ কন্যার ফলোআপ চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক, থাইল্যান্ড গমনের নিমিত্ত ২৩-০৪-২০১৭ হতে ২৭-০৪-২০১৭ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি (অর্জিত ছুটি) মঞ্জুর করা হয়। সে মোতাবেক তিনি ২৪-০৫-২০১৭ তারিখ ছুটিতে গমন করেন। যার মেয়াদ ২৮-০৫-২০১৭ তারিখ শেষ হয়েছে ;

যেহেতু, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তদীয় ১২-০৬-২০১৭ তারিখের ৭পি-৫৪/২০০৮-৭১৩(২)ই সংখ্যক স্মারকে জানিয়েছেন যে, তিনি বিগত ২৯-০৫-২০১৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত আছেন। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে তিনি গোপনে দেশত্যাগ করে বিদেশে চলে গিয়েছেন ও সেখানে বসবাস করছেন ;

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে এ বিভাগের ১২-০৬-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৭৩.০৮-৪১১ সংখ্যক স্মারকমূলে নির্বাহী প্রকৌশলীর যে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয় এবং একই তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৭৩.০৮-৪১২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় ;

যেহেতু, উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৯/২০১৭ রুজু করা হয় ;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না মর্মে বিগত ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তার সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করতঃ তা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি ;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৪-১২-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'ডিজারশন' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্য জবাব প্রদানের জন্য গত ২১-০১-২০১৮ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার দাপ্তরিক, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় ;

যেহেতু, তার নিকট হতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবও পাওয়া যায়নি। ততপ্রেক্ষিতে তাকে চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক মোছাঃ শামীম আরা পারভীন (৬০২১৭৪), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(সিভিল) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী {(চলতি দায়িত্ব) সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট}]-কে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে ;

যেহেতু মোছাঃ শামীম আরা পারভীন (৬০২১৭৪), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(সিভিল) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী {(চলতি দায়িত্ব), সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট}]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ঘ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি)} মোতাবেক "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন ;

সেহেতু এক্ষণে মোছাঃ শামীম আরা পারভীন (৬০২১৭৪), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(সিভিল) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী {(চলতি দায়িত্ব), সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট}]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ঘ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি)} মোতাবেক গত ২৯-০৫-২০১৭ তারিখ থেকে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" (dismissal from service) গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/০৪ জুন ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬.১৬.১৩৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গোয়ালচামট	১০৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
২	পশ্চিম রামকান্তপুর	১২২	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৩	নসীব শাহী ভেলাবাজ	১৩৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৪	লক্ষীকোল	২৫	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৫	মহারাজপুর	৪০	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৬	লক্ষ্মীপুর	৫৫	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৭	যদুনন্দনপুর	১৩৫	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৮	দক্ষিণ আকনবাড়ীয়া	১৬	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
৯	নূরপুর	৩৬	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১০	নগর মানিকদী	৫১	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১১	সামল্লিকদী	৫৪	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১২	রাজেশ্বরদী	৫৯	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৩	ডাঙ্গার পাড়	৬৩	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৪	মকরমপট্টি	৬৬	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৫	সাউতিকান্দা	৭২	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৬	বামনকান্দা	৭৭	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৭	বিলচতল	৮৪	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৮	শিকদারকান্দা	৯২	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৯	গজারিয়া	৯৫	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২০	নাছিরাবাদ	৯৬	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২১	দুয়াইর	৯৭	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২২	আজিমনগর	১১৮	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৩	আট্টাভাষড়া	১৩১	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৪	কালামৃধা	১৩৪	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৫	আবদুল্লাবাদ	৯৮	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৬	দীঘলকান্দা	১০৭	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৭	গোমারা	২৩	মধুখালী	ফরিদপুর
২৮	মিটাইন চাঁদপুর	২৫	মধুখালী	ফরিদপুর
২৯	চর লাউজানা	৫৫	মধুখালী	ফরিদপুর
৩০	দামোদরদী	১০৫	মধুখালী	ফরিদপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩১	পাইককান্দি	১১১	মধুখালী	ফরিদপুর
৩২	দাড়ির পাড়	১২০	মধুখালী	ফরিদপুর
৩৩	বক্সীর চাঁদপুর	১৩০	মধুখালী	ফরিদপুর
৩৪	কেল্লাবাড়ী	৮০	মধুখালী	ফরিদপুর
৩৫	আমুরদী	১১০	মধুখালী	ফরিদপুর
৩৬	রায়পুর বকসীপুর	১০৭	মধুখালী	ফরিদপুর
৩৭	সালথা হাবেলী	৩৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৩৮	হাটুরিয়া	১১৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৩৯	বিল গোবিন্দপুর	১৩৩	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪০	পাঁচ কাইচাইল	১৯০	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪১	কড়ি আইল	১৬১	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪২	মীর মুল্লুকদী	২৩৩	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪৩	টগরবন্দ	৮৩	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
৪৪	ডহর দুর্গাপুর	৭১	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৪৫	পাঁচকাহনিয়া	১১৯	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৪৬	বরুনাপোল	১৪৪	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৪৭	হাতিয়ারা	১৩৩	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৪৮	টুপরিয়া	৪১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৪৯	দক্ষিণপাড়	৭১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৫০	রামশীল নৈয়ারবাড়ী	১৬	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৫১	ভৈরব নগর	২৯	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ
৫২	শৈলকোপার বিল	১০	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৩	চক মাঝিগাতি	২৬	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৪	বেজড়া	২৮	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৫	ছোট ভাটরা	২৯	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৬	মুন্সী নারায়ণপুর	৬৩	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৭	খোন্দকার কান্দি	৬৫	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৮	বালিয়াকান্দি	৭৬	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫৯	পাথরাইল	৫৩	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৬০	ঠোলনার পাড়	৭৭	মকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৬১	ছোট চর রামচন্দ্রপুর	১১	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৬২	চর হাটবাড়ীয়া	১৬	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৬৩	হাতিমোহন	১৩৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৬৪	মাটিয়াবাড়ী	১৪৬	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৬৫	বিলনলুয়া	৩৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৬৬	কোমরদিয়া	১০১	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৬৭	বিলপুটিয়া	১৪৯	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৬৮	রুপীয়াট	১১২	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৯	মিশ্র পাঁচবাড়ীয়া	১২৭	পাংশা	রাজবাড়ী
৭০	তেবাড়ীয়া	১৬১	পাংশা	রাজবাড়ী
৭১	বিলরঘুয়া	১৭৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৭২	ভান্ডারকোলা	২৫৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৩	বেতবাড়ীয়া	৩২১	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৪	তারাপুর	১৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৫	ভুরকুলিয়া	১১১	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৬	মুচিদহ	১৮৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৭	চর নারায়ণপুর	২৬১	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৮	বথুনদিয়া	৩১৬	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৯	ভেল্লাবাড়িয়া	৭৩	পাংশা	রাজবাড়ী
৮০	বিলজেলা	১৫৭	পাংশা	রাজবাড়ী
৮১	শ্রীনদী	০৩	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
৮২	বোয়ালিয়া	৩৪	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
৮৩	লক্ষীপুর	৮৯	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
৮৪	লক্ষীগঞ্জ	১১৫	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৮৫	বণিকেরপাড়া	১৪৩	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
৮৬	বাহেরদী	১৪৪	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
৮৭	পাটাবালি	৮০	কালকিনি	মাদারীপুর
৮৮	চর কৃষ্ণ নগর	৮৮	কালকিনি	মাদারীপুর
৮৯	আলীমাবাদ	১৫৩	কালকিনি	মাদারীপুর
৯০	টুমচর	৯৬	কালকিনি	মাদারীপুর
৯১	সুর্য্যমনি	১২০	কালকিনি	মাদারীপুর
৯২	ডিক্রিরচর	১৪৫	কালকিনি	মাদারীপুর
৯৩	কার্ত্তিকপুর	৫৬	ভেদরগঞ্জ	শরিয়তপুর
৯৪	কান্দাপাড়া	৪৭	নড়িয়া	শরিয়তপুর
৯৫	ঢাকিসার	৫৪	গোসাইরহাট	শরিয়তপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭.১৩৩—১৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বড় উত্তরহাওলা	৩৪০	লাকসাম	কুমিল্লা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-১
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/০৭ জুন ২০১৮

নং ২০.০০.০০০০.৩০২.৩২.১২৬.১৩-২৩৭—পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী প্রধান বেগম নুসরাত জাহান (পরিচিতি নং ০৬১০), সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুসারে ডিজারশনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বিধায় তাঁকে ৩১-১০-২০১৪ তারিখ হতে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের সহকারী প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো।

নং ২০.০০.০০০০.৩০২.৩২.১০৪.১২-২৩৮—পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী প্রধান বেগম ফারহানা রহমান (পরিচিতি নং ০৫৮৫), সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুসারে ডিজারশনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বিধায় তাকে ১২-১০-২০১৫ তারিখ হতে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের সহকারী প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২৭ মে ২০১৮

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৭.২০১৬-৪৯০—যেহেতু জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল (প্রেষণে)(সাময়িক বরখাস্তকৃত) সাবেক কর্মস্থল চাঁদপুর জেলা পরিষদে বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ৮(আট) টি উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্যালাসাইডিং দ্বারা বাঁধ ও দীঘি মেরামত, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ এবং কয়েকটি জনবহুল বাজারে ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী সুব্যবস্থাকরণ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত ৬(ছয়) কোটি টাকার ১৮ টি স্কীমের মধ্যে ১৬ টি স্কীমের বিভিন্ন অনিয়ম, দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০০০.০০০০.০৬৭.০২৭.০০৭.২০১৬-৬৬৪, তারিখ ০৮-০৮-২০১৬ মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ; এবং

২। যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম তাঁর বিভাগীয় মামলার জবাব প্রদান করেন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের আবেদন করায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য জনাব এ,বি,এম আরশাদ হোসেন, পরিচালক/(যুগ্মসচিব) মনিটরিং, ইন্সপেকশন ও ইভ্যালুয়েশন উইং-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন ; এবং

৩। যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে জনাব মোঃ রেজাউল করিম এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি অনুসারে অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে আলোচনা, তাঁর ও বর্তমান উপ-সহকারী প্রকেশীলী, জনাব ইকবাল হোসেনের স্বীকারোক্তি, প্রাপ্ত দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র এবং বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনার ভিত্তিতে জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নক্সা অনুসারে কাজ না করা, ঘরে বসে প্রাক্কলন, মাপবহি প্রস্তুতকরণ ও কাজের চলতি বিল প্রস্তুত/প্রদানসহ নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরী টেস্ট না করা সংক্রান্ত অযোগ্যতার জন্য ৩(এ)(iv) বিধি মোতাবেক অদক্ষতার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাস্তবতা বিবর্জিত ও অতিরিক্ত কাজের বিল প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণসহ প্রকল্পটির বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত অসদাচরণের জন্য ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং প্রকল্পের কিয়দংশ আদৌ সম্পন্ন না করে ও কাজের অতিরিক্ত বিল ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় তাঁর বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ৩(ডি)(iii) বিধি মোতাবেক দুর্নীতিপরায়ণতা অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ (প্রেষণে)(সাময়িক বরখাস্তকৃত) সাবেক কর্মস্থল চাঁদপুর জেলা পরিষদ এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বিধির ৭(৬) বিধি মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৯-০২-২০১৭ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৭.২০১৬-১৩৫ নম্বর স্মারকে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় ; এবং

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন ; এবং

৬। যেহেতু, দাখিলকৃত প্রথম জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত কার্যাদি ও দ্বিতীয় জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ রেজাউল করিম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ)(iv), ৩(বি) ও ৩(ডি)(iii) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে 'চাকরি হতে অপসারণ' (Removal from Service) দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত হয় ; এবং

৭। যেহেতু, Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর বিধান মোতাবেক জনাব মোঃ রেজাউল করিম এর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে 'চাকরি হতে অপসারণ' (Removal from Service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয় ; এবং

৮। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ রেজাউল করিম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) (iv), ৩(বি) ও ৩(ডি)(iii) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তে কমিশন একমত পোষণ করেছে।

৯। সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ (প্রেষণে) সাবেক কর্মস্থল চাঁদপুর জেলা পরিষদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ)(iv), ৩(বি) ও ৩(ডি)(iii) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকরি হতে অপসারণ' (Removal from Service) করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

পাস-১ অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/০৬ জুন ২০১৮

নং ৪৬.০৮৩.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৫-২১১৪—জনাব এ এইচ এম আব্দুল্লাহ মিয়া, সহকারী প্রকৌশলী (পিআরএল ভোগরত), গৌরনদী ও আগৈলঝড়া উপজেলা, HQ গৌরনদী, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১১৬/২০১৫ রুজু করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক-২ (যুগ্মসচিব) জনাব এ, বি, এম আরশাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব এ এইচ এম আব্দুল্লাহ মিয়া, সহকারী প্রকৌশলী (পিআরএল ভোগরত), গৌরনদী ও আগৈলঝড়া উপজেলা, HQ গৌরনদী, বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ডি) মোতাবেক সরকারি নির্দেশ বা বিধি ভঙ্গ বা অবহেলার জন্য সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় ৬,১১,১৮০.০০ (ছয় লক্ষ এগার হাজার একশত আশি) টাকা তাঁর বেতন বা আনুতোষিক/ গ্রাচুইটি হতে আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল।

নং ৪৬.০৮৩.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৫-২১১৫—জনাব মোঃ আবু হানিফ গাজী, সহকারী প্রকৌশলী (পিআরএল ভোগরত), পিরোজপুর সদর, জিয়ানগর ও নাজিরপুর উপজেলা, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১১৭/২০১৫ রুজু করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক-২ (যুগ্মসচিব) জনাব এ,বি,এম আরশাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আবু হানিফ গাজী, সহকারী প্রকৌশলী (পিআরএল ভোগরত), পিরোজপুর সদর, জিয়ানগর ও নাজিরপুর উপজেলা, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ডি) মোতাবেক সরকারি নির্দেশ বা বিধি ভঙ্গ বা অবহেলার জন্য সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় ৬,১১,১৮০.০০ (ছয় লক্ষ এগার হাজার একশত আশি) টাকা তাঁর বেতন বা আনুতোষিক/ গ্রাচুইটি হতে আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপসচিব।

বিচার শাখা-৭
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ১০ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২ এন-৯৭/৮৭ (অংশ-১)-৩১২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, পিতা-মোঃ নবী নেওয়াজ, মাতা-মৃত জামেলা খাতুন, গ্রাম-পাজুহাটী, ডাকঘর-মাওহা, উপজেলা-গৌরিপুর, জেলা-ময়মনসিংহ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর উপজেলার ০৪ নং মাওহা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৩ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৩.১১.০৩৫.১২.৯৫—কাজী আসাদুল ইসলাম, পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ১২(১) বিধি মোতাবেক তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামস শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ মে ২০১৮

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০২.১৮.২১—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা (১) (ঘ) (ঙ) ও (ছ) মোতাবেক জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১.	জনাব লক্ষ্মী চ্যাটার্জি প্রয়াত নিরঞ্জন চৌধুরী, দুধবাজার, মানিকগঞ্জ।	চেয়ারম্যান
০২.	বেগম হোসনে আরা বেগম জনাব ডাঃ শাহআলম, গার্লস স্কুল রোড, মানিকগঞ্জ	সদস্য
০৩.	বেগম সেলিনা আখতার এ্যাডঃ আব্দুস সালাম, পশ্চিম দাশড়া, মানিকগঞ্জ	সদস্য
০৪.	বেগম রহিমা আজম খান জনাব সুলতানুল আজম খান, শিববাড়ী, মানিকগঞ্জ।	সদস্য
০৫.	বেগম সুলতানা মনি জনাব মুনায়েম খান, পোড়রা, মানিকগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাব লক্ষ্মী চ্যাটার্জি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৭.৯৯(অংশ-৩).২৩—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা (১) (ঘ) (ঙ) ও (ছ) মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	মনোনয়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল পাওয়ার হাউজ রোড, গোপালগঞ্জ	চেয়ারম্যান
২	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	মাহমুদা বেগম মডেল স্কুল রোড, গোপালগঞ্জ	সদস্য
৩	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	পর্শিয়া সুলতানা মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ	সদস্য
৪	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	নাহিদা খান মলি মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ	সদস্য
৫	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	দিলরুবা সারমিন, গোপালগঞ্জ	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাব বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০৪-০৪-২০১৮ তারিখ হতে পরবর্তী দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রনি চাকমা
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

Ministry of Health and Family Welfare
Health Services Division
Planning wing, Health-1 Section

Notification

Date : 16 May 2018

No: 45.00.0000.191.06.003.18/155—The undersigned is directed to inform that the Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW) has decided to reconstitute the Local Consultative Group (LCG) Working Group-Health, which was formed vide Planning Wing's letter no. MOHFW/FW-4/04/2010/02, dated 05 February 2011. The reconstituted LCG Working Group-Health will have following composition and terms of reference (TOR);

(a) **Composition** :

1.	Secretary, Health Services Division, MOHFW	Chair
2.	Secretary, Medical Education and Family Welfare Division, MOHFW	Co-Chair-GOB
3.	Chair of the HNP Consortium of the Development Partners	Co-Chair-DP*
4.	Wing Head (Development, Hospital, WH&PH, FMA Wing), Health Services Division, MOHFW	Member
5.	Wing Head (Development Wing), Medical Education and Family Welfare Division, MOHFW	Member
6.	Director General (DGHS, DGHEU, DGFP, NIPORT, DGNM, and DGDA), MOHFW	Member
7.	Additional Chief Engineer, Public Works Department	Member

8.	Chief Engineer, Health Engineering Department, MOHFW	Member
9.	Joint Chief, Planning Wing, Health Services Division, MOHFW	Member
10.	Deputy Chief, Planning Branch, Medical Education and Family Welfare Division, MOHFW	Member
11.	Deputy Chief (PMMU), MOHFW	Member
12.	Representative from Economic Relations Division, Finance Division, Health Wing of the SEI Division of Planning Commission, Local Government Division, Secondary and Higher Educatrion Division, Ministry of Agriculture, Ministry of Fisheries and Livestock, Ministry of Food. Ministry of Social Welfare, Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs	Member
13.	Representative from World Bank. USAID, DFID, Gavi, GFATM, JICA, EKN, SIDA, Global Affairs Canada, WHO, UNICEF, UNFPA and any other DP engaged in the HNP sector of Bangladesh	Member
14.	Deputy Chief (Health), Health Services Division, MOHFW	Member-secretary

* To be selected at the Organization Head level. In case of non availability of the Organization Head, officer of immediate next rank would co-chair.

(b) ***TOR :***

(i). Facilitate and coordinate the overall development program of the HNP Sector in Bangladesh through effective policy formulation;

(ii). Provide a platform for continuous GOB-DP dialogue in order to promote harmonization and alignment of the HNP sector activities;

(iii). Improve coordination between Sector Program and DP-supproted off-budget activities/projects;

(iv). Discuss and recommend ways to increase resources in the HNP sector;

(v). Take stock of the major decisions of the Task Groups and provide guidance/recommendations as required;

(vi). Provide input during preparation/revision of the Sector Program/Plan/Strategies;

(vii). Contribute in preparing/finalizing the mutual monitoring report(s) (Annual Program Review etc.);

(viii). Facilitate inter-ministerial decision making (integrate key cross-cutting issues) during implementation of Sector Program;

(ix). Monitor commitment and disbursement of Project Aid (PA) in the HNP sector; and

(x). Follow-up implementation of ESP and identify priorities of the HNP sector to support achieving health related SDGs and the UHC;

(xi). Monitor progress of the Results Framework indicators of the Sector program; and

(xii). Any other related issues.

2. Member-Secretary of the LCG working Group-Health would provide regular feed back to the LCG Plenary;

3. The LCG Working Group-Health may co-opt any member, if necessary;

4. The LCG Working Group-Health will meet at least quarterly (also whenever necessary).

5. This order is issued with the approval of the appropriate authority and will come into effect immediately.

By order of the President

Ummea Saima
Senior Assistant Chief.

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ মে ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০৪১.১৬.১৭.১৮০—নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

ক) কমিটির গঠন :

সভাপতি :

১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ :

২. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. মহা পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৫. মহা পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬. মহা পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
৭. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৮. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৯. মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন
১০. পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএন্ডএএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১২. লাইন ডাইরেক্টর (সিবিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৩. পরিচালক (সিএমএসডি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৪. পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৫. পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৬. পরিচালক (কারিগরি), পরিবেশ অধিদপ্তর
১৭. পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর, টিবি লেপ্রোসি, ঢাকা
১৮. সভাপতি, ঔষধ শিল্প সমিতি
১৯. WHO Representative, বাংলাদেশ
২০. চীফ, হেলথ সেকশন, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ
২১. ইম্যুনাইজেশন স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

২২. যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

খ) কমিটির কার্যপরিধি :

- জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশনের নীতিমালা এবং ধারালো বর্জ্যের সুষ্ঠু অপসারণের জন্য নীতি প্রণয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- 'জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণ কমিটি' এবং কারিগরী পরামর্শক কমিটি' (Technical Advisory Committee) গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব চূড়ান্তকরণ;
- নিরাপদ ইনজেকশন বাস্তবায়ন ও ধারালো বজ্য অপসারণ সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি এবং কারিগরি পরামর্শক কমিটির প্রস্তাব/সুপারিশমালা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- 'জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণ কমিটি' এবং 'কারিগরী পরামর্শক কমিটি' (Technical Advisory Committee)-তে প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবেন;
- 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' বছরে কমপক্ষে দুইবার বৈঠকে মিলিত হবেন।

গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩১ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০৪১.১৬.১৭.১৮১—দেশে নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে 'কারিগরী পরামর্শক কমিটি' গঠন করা হলো :

ক) কমিটির গঠন :

সভাপতি :

১. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সদস্যবৃন্দ :

২. পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএন্ডএএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩. পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৪. পরিচালক (এমসিএইচ. সার্ভিসেস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৫. পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

৬. উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

৭. প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৮. সহকারী পরিচালক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৯. ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআইএন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১০. ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফিল্ড সার্ভিস ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১১. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

১২. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

১৩. মেডিকেল অফিসার, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১৪. ইম্যুনাইজেশন স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

১৫. মেডিকেল অফিসার (আইএসএস), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

১৬. এনপিও, ভিএসকিউ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

১৭. এনপিও, সার্ভিলেন্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব :

১৮. উপ পরিচালক, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

খ) কমিটির কার্যপরিধি :

- এই কমিটি জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করবে এবং যথাসময়ে জাতীয় কমিটিতে উপস্থাপন করবে;
- কমিটি খসড়া নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য নির্বাচন করবে;
- রোগ নিরাময় ও চিকিৎসা, রোগ নির্ণয় এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ ব্যবহার বন্ধ করে অটো ডিজেবল সিরিঞ্জ চালু করা;
- জাতীয় পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেয়া হয় কেবলমাত্র সেই সকল ঔষধের নাম রাখা যেগুলি নিতান্তই অপরিহার্য;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ে 'নিরাপদ ইনজেকশন ও ধারালো বর্জ্য অপসারণ' কমিটি গঠন করা এবং উক্ত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে জাতীয় কমিটিতে উপস্থাপন করা;
- জাতীয় কমিটি নির্ধারিত নীতির উপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে 'নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ্য অপসারণ' কমিটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের অথবা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সিরিঞ্জ এবং ধারালো বর্জ্যের সর্বশেষ (প্রান্তিক) অপসারণের সঠিক এবং সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করবে এবং বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করবে;
- জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কো-অপ্ট করতে পারবে;
- কারিগরী পরামর্শক কমিটি বৎসরে কমপক্ষে ৪ বার বৈঠকে মিলিত হবেন।

গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০৪১.১৬.১৭.১৮২—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২-১২-২০১৭ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৪১.০১.১১-৩৩৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশন এবং ধারালো বর্জ অপসারণ কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

ক) কমিটির গঠন :

সভাপতি :

১. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ :

২. যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩. যুগ্ম সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৫. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৬. পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএন্ডএএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৭. পরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৮. পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৯. পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১০. পরিচালক (এমসিএইচ. সার্ভিসেস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১১. পরিচালক (কারিগরি), পরিবেশ অধিদপ্তর
১২. লাইন ডাইরেক্টর (সিবিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৩. উপ পরিচালক, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৪. প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৫. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন
১৬. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
১৭. প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৮. সহকারী পরিচালক (আইন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৯. সভাপতি, ঔষধ শিল্প সমিতি
২০. টিম লিডার, আইভিডি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ
২১. ইম্যুনাইজেশন স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

২২. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

খ) কমিটির কার্যপরিধি :

- জাতীয় নিরাপদ ইনজেকশনের নীতিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা;
- সিরিঞ্জ, ধারালো বর্জ্য এবং ইনজেকশন সম্পর্কিত অন্যান্য বর্জ্য নিরাপদ অপসারণসহ নিরাপদ ইনজেকশন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- ধারালো বর্জ্যের সুষ্ঠু অপসারণের জন্য টেকনিক্যাল গাইডলাইন তৈরি করা;
- নিরাপদ ইনজেকশন বাস্তবায়ন ও ধারালো বর্জ্য অপসারণের কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করার জন্য সঠিক নির্দেশিকা তৈরি করা;
- নিরাপদ ইনজেকশনের স্বার্থে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন সংক্রান্ত যোগাযোগ নীতিমালা তৈরী করা এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী, রোগী, সেবা গ্রহণকারী ও সমাজের অন্যদের মধ্যে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- যে সকল উন্নয়ন সহযোগী ও সাময়িকভাবে ঋণদানকারী সংস্থা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেয় ভ্যাকসিন সরবরাহ করে থাকে তারা একই সাথে সমপরিমাণ অটো ডিজেব্‌ল সিরিঞ্জ ও বর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেফ্‌টি বক্স যাতে সরবরাহ করে সে ব্যবস্থা নেয়া;
- ইনজেকশন নিরাপদ রাখার স্বার্থে এ সম্পর্কিত সকল সরঞ্জাম ক্রয়ের জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে 'নিরাপদ ইনজেকশন ও ধারালো বর্জ্য অপসারণ' কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা;
- ইনজেকশন নিরাপদে দেয়া হচ্ছে কি-না ও ধারালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কাজ সঠিক হচ্ছে কি-না তা তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা;
- জাতীয় কমিটি বছরে কমপক্ষে চার বার বৈঠকে মিলিত হবেন।

গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
যুগ্মসচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ মে ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০.১৫৬.৯৯.০১৯.১৮.২৯৪—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নির্মাণাধীন সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন গালা ইউনিয়নে নবনির্মিত ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রটির নাম "খাজা আব্দুল হাই (সূর্য্যমিয়া) ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, গালা, শাহজাদপুর" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ১৭ মে ২০১৮

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৭.১৬৬—যেহেতু, ডাঃ মোসাম্মৎ শাহনাজ পারভীন (১০০৪৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উজিরপুর, বরিশাল বর্তমানে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল) গত ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জানুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ২৬৫ (দুইশত পঁয়ষট্টি) দিন কর্মস্থলে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' 'পলায়ন' এর দায়ে ০১-০২-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৭-৪৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৪-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, তার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী ও ২টি শিশু সন্তান বরিশালে পরিবারের সাথে বসবাস করেন। পারিবারিক বিভিন্ন অসুবিধা উল্লেখ করে তিনি বরিশাল জেলার যে কোন উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পদায়নের জন্য একাধিকবার আবেদন করেন। তার শারীরিক অসুস্থতা, অন্যদিকে শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী ও শিশু সন্তানদের স্কুলসহ বিভিন্ন অসুবিধার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় অনিয়মিত অফিস করেন। অসতর্কতাবশত তিনি তার কিছু বেতন বিলে স্বাক্ষর করেন যা তার সঠিক হয়নি। পরবর্তীতে উক্ত উত্তোলিত টাকা তিনি চালান ফরমের মাধ্যমে সরকারি খাতে জমা প্রদান করেছেন। তিনি এ বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থী এবং ভাবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত হবেন না মর্মে ব্যক্তিগত শুনানির লিখিত বক্তব্যে জানান। আবেদনে অনুরোধ করেন। তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের আচরণ হবে না বলে অঙ্গীকার করেন।

সেহেতু, ডাঃ মোসাম্মৎ শাহনাজ পারভীন (১০০৪৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উজিরপুর, বরিশাল (বর্তমানে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল) এর নথি পরীক্ষান্তে, শুনানি প্রদত্ত বক্তব্য ও অভিযুক্তের দাখিলকৃত যুক্তি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্তের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ততার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক অভিযুক্তকে ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে সেই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হলো এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তাঁর চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জানুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত (সিভিল সার্জন, বরগুনা হতে প্রাপ্ত কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল এর তালিকা সংযুক্ত) ২৯৮ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস]

বিশেষ আদেশ

তারিখ ঃ ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২১ মে, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **২০৯/২০১৮/কাস্টমস/২২৪**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সোনামসজিদ স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স ডিবিএস ডিউটি ফ্রি নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/২০১৫, তাং-২৮-১০-১৫) অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো।

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,২৭,৪২৫.০০
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	০.০০
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	২০,০০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	২০,০০০.০০
	সর্বমোট =	**১,৬৭,৪২৫.০০**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ,এফ,এম, শাহরিয়ার মোল্লা
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৪ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ মে, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭.১৩০.১৮.১৯৯**—যেহেতু জনাব মো: বাবুল হোসেন (গ্রেডেশন নং-৩০) বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টুয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে অধয়নের জন্য ০১ (এক) বছর অর্ধ গড় বেতনে অধ্যয়ন ছুটি নিয়ে গমন করেন। প্রায় ০১ (এক) বছর পর দেশে ফেরৎ এসে শারীরিক অসুস্থতা এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে কোর্স সম্পন্ন করতে না পারার অসত্য তথ্য প্রদানপূর্বক ২৭-০৭-২০১৭ খ্রি: তারিখে যোগদানপত্র দাখিল করেন। ফলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি: তারিখে ১২.০৫৪.০০৮.০১.০০.০৩৬. ২০১০-১২৩ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (মামলা নং-০১/২০১৮) এবং তার বরাবর ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ (অভিযোগনামা) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ০৬-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টুয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যায়নের জন্য ০১ (এক) বছর অর্ধ গড় বেতনে অধ্যয়ন ছুটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ও কোর্সে যোগদানের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। প্রায় ০১ (এক) বছর পর দেশে ফেরৎ এসে শারীরিক অসুস্থতা এবং আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে কোর্স সম্পন্ন করতে না পারার অসত্য তথ্য প্রদানপূর্বক যোগদানপত্র দাখিল করেন এবং বিষয়টি ব্যক্তিগত শুনানিতে স্বীকার করেন। তার এ ধরনের আচরণ গর্হিত অপরাধ এবং 'অসদাচরণ' এর আওতাভুক্ত;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের জন্য তাকে 'অসদাচরণ (misconduct)' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (withholding of increment for two year) করার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু জনাব মোঃ বাবুল হোসেন (গ্রেডেশন নং-৩০), ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ (misconduct)' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (withholding of increment for two year) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন ক্ষেত্রেই আরোপিত দণ্ডের বেতন বৃদ্ধির (increment) সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না এবং কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/১৭ মে ২০১৮

নং **২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৪.২০১৫-১৭৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ শওকত আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ই/এম), (বর্তমানে কারখানা উপ বিভাগ-২, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা), সাবেক গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, হবিগঞ্জ-এ কর্মরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রায়ই কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া ৩১-১২-২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ এনটিসি ভবনে বৈদ্যুতিক বিপর্যয় হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তাকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ২৯-০৯-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণক্রমে জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিবকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭-০১-২০১৮ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর অভিযুক্তকে ২য় কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি ১১-০৩-২০১৮ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন।

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব এবং বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ শওকত আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ই/এম,) (বর্তমানে কারখানা উপবিভাগ-২, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা), সাবেক গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, হবিগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(বি) মোতাবেক তার ০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ক্রমপুঞ্জিভূতহারে ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত" {Withholding of 1(one) increment for 2(two) years} রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ ঃ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২১ মে ২০১৮

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.০২১.৩৪.১৫-১৬৬**—বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত ক্যাডারের কর্মকর্তা স্বল্পতা হেতু বাংলাদেশ বেতারের বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদেরও জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) হিসেবে পদায়ন/সংযুক্তি প্রদান করা হয়। নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য অফিসারের তত্ত্বধানে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বেতার হতে জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) হিসেবে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বেতার হতে নিয়োজিত পিআরও গণের সমন্বয়কারী কে হবেন সে বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় তাদের কাজের সমন্বয় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মকর্তাগণের নিয়োগ/পদায়ন এবং তাদের কাজের সমন্বয় ও জবাবদিহিতা রক্ষার স্বার্থে নিম্নোক্ত অনুশাসন জারি করা হলো:

(ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় এখন হতে জনসংযোগ কর্মকর্তা সংযুক্তিকরণ/পদায়ন/প্রত্যাহার তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা হতে পরিচালিত হবে;

(খ) কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর হতে জনসংযোগ কর্মকর্তার চাহিদাপত্র পাওয়া গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তথ্য অধিদপ্তর হতে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের তালিকা চাওয়া হবে। উক্ত তালিকা হতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনয়নপূর্বক পিআরও সংযুক্তি/পদায়ন করা হবে;

(গ) তথ্য অধিদপ্তর হতে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডার হতে উপযুক্ত কর্মকর্তা না পাওয়া গেলে বাংলাদেশ বেতার হতে তথ্য-(বেতার) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে তালিকা চাওয়া হবে। উক্ত তালিকা হতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনয়নপূর্বক পিআরও হিসেবে সংযুক্তি/পদায়ন করা হবে;

(ঘ) প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর সকল জনসংযোগ কর্মকর্তাগণের রির্পোটিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাদের কাজের সমন্বয় করবেন, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন এবং কাজের মানন্নোয়নের ব্যাপারে সর্বদা তৎপর থাকবেন। তাদের সাথে নিয়মিত সভা (প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি) করবেন এবং কাজের মান ও গতিশীলতা বৃদ্ধিকল্পে স্বীয় বিবেচনা প্রয়োগ করে তাদের Inservice প্রশিক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় জনসংযোগ কর্মকর্তার চাহিদা থাকলে সরাসরি কোন ক্যাডারের এবং কোন কর্মকর্তার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে তথ্য মন্ত্রণালয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তা পদায়নের চাহিদা প্রেরণ করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ অনুশাসন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবদুল মালেক
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২৮ মে ২০১৮

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.০২১.৩৪.১৫-১৭৬**—অত্র মন্ত্রণালয়ের ২১ মে ২০১৮ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৫.০২১.৩৪.১৫-১৬৬ নম্বর পরিপত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবদুল মালেক
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ঃ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/১৫ মে ২০১৮

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৭০.১৮-১৬১**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-১১৮০৮২ মেজর মোঃ শাকিল আহমেদ, এডিসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৭০.১৮-১৬০**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৮৩১৬ ক্যাপ্টেন মোঃ মশিউর রহমান, পদাতিক-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্)৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী সচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৯ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৮৫৭**—যেহেতু জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম, প্রাক্তন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে (০১-০৬-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে সাঁট লিপিকার পদে যোগদান করেন) কর্মরত থাকাকালীন বিনা অনুমতিতে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে না জানিয়ে দীর্ঘদিন অননুমোদিতভাবে অফিসে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভাগীয় মামলায় ০৫-০৪-২০১২ তারিখের ৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৪৯৬ নং স্মারকে তাঁকে চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এ.টি. ৯৫/২০১২ নং মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা দো-তরফাভাবে পূর্ণশুনানি অন্তে বিগত ০৪-০২-২০১৫ তারিখে রায় প্রদান করেন এবং উক্ত রায়ে তাঁকে ০৫-০৪-২০১২ তারিখের শাস্তির আদেশের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নতম টাইম স্কেলে হ্রাস করা, তাঁর অনুপস্থিতকালীন সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি এবং তাঁকে বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ চাকুরীতে তাঁর পদে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু এ.টি. ৯৫/২০১২ নং মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি মামলা নং-২১৬/২০১৫ দায়ের করেন। অপরদিকে, বাদীপক্ষও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি মামলা নং-১৯৮/২০১৫ দায়ের করেন। উক্ত আপীল মামলা দো-তরফাভাবে শুনানি অন্তে গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখে সরকার পক্ষের আপীল নং-২১৬/২০১৫ খারিজ হয়ে যায় এবং একই সাথে বাদী পক্ষের আপীল নং-১৯৮/২০১৫ এর রায়ে ০৫-০৪-২০১২ তারিখের শাস্তির আদেশ বে-আইনী ও বাতিল ঘোষণা করতঃ চাকরিতে পুনর্বহালসহ চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা, তাঁর অনুপস্থিতকালীন সময়কাল ০১-০১-২০১১ হতে ২৬-০২-২০১১ এবং ২৭-০২-২০১১ হতে ১৩-০৪-২০১১ পর্যন্ত সময়কালকে গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ বিধি মোতাবেক প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদির আদেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু পরবর্তীতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালের মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং এটি/এএটি শাখা হতে গত ০৩-১০-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ১০.০০.০০০০.১৩৬.৫০.০১৯/১৭(সুপ্রীম)-৭৫২ মূলে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পুনরায় বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালের মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং এটি/এএটি শাখা হতে গত ০৮-০৪-২০১৮ তারিখের স্মারক নং ১০.০০.০০০০.১৩৬.৫০.০১৯/১৭(বিবিধ)-২৩৪ মূলে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৯৮/২০১৫ নং মামলার ০৯-০১-২০১৭ তারিখের আদেশ এর ভিত্তিতে জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (বাধ্যতামূলক অবসর), মিরপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার ০৫-০৪-২০১২ তারিখের ৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৪৯৬ নং শাস্তির আদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত তারিখ হতে জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম-কে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। তাঁর অনুপস্থিতকালীন ০১-০১-২০১১ হতে ২৬-০২-২০১১ এবং ২৭-০২-২০১১ হতে ১৩-০৪-২০১১ পর্যন্ত সময়কালকে গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল বকেয়া বেতন, ভাতাদি এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস.এম. গোলাম ফারুক
সচিব।